তারিখ ... 13 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

আমাদের সময়

শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে নতুন ভর্তি বন্ধ, অনুমোদন বাতিল

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে ১ বছর সময় বৃদ্ধি

এম এইচ রবিন ●

স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ফের ১ বছর সময় বেঁধে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই সময়ের মধ্যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে না পারে, তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানে নতুন ভর্তি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি অনুমোদন বাতিলের চিন্তাও করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর আগে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তিনবার সময় বেঁধে দিয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের কড়াকড়ির কারণে ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান কতৃপক্ষ জমিও ক্রয় করেছে। সূত্র জানায়, তৃতীয় দফায় বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এরপরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আইনানুযায়ী ৭ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ৯ বছর এবং এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে নতুন ভর্তি বন্ধ, অনুমোদন বাতিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সর্বোচ্চ ২২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। গত আগস্টে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের ডেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার অগ্রগতি বিষয়ে জানাতে বলেছিলেন। প্রথমে কেউই তথ্য দেয়নি। পরে ২৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদে সময় চাইলেও সময় চায়নি ১০টি। এর মধ্যে কেউ কেউ ১ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত সময় চেয়েছে। সব বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে ১ বছর সময় বেঁধে দিয়েছে। যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিও দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ৭ বছরের মধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর বাড়াতে পারবে। আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমনে এবং স্থায়ী সনদ অর্জনে ব্যর্থ হলে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ভর্তি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, আইনের উল্লিখিত ধারা বলেই আমরা এখন চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি করা হবে। যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বছর পূর্ণ করেনি, সেগুলো বাদে বাকি ৩৪টিতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ইউজিসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দুটির বয়স ২২ বছর ও একটির ২০ বছর হয়েছে। ১৯ বছর হয়েছে তিনটির। দুটির বয়স হয়েছে ১৫ বছর। ১৪ বছর হয়েছে পাঁচটির। ১৩ বছর হয়েছে নয়টির। ১২ বছর হয়েছে বারোটির। তিনটির ১০ বছর এবং দুটির ৯ বছর হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে জানান, স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের বিভাগ, প্রোগ্রাম/কোর্স এবং অনুষদের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে এ শাস্তি বহাল আছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউজিসির পক্ষ থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্যসহ একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। সেখানে প্রত্যেকের কার্যকক্রেম উল্লেখ রয়েছে। এখন কার বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নেবে। আর তা আমরা বাস্তবায়ন করব।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ একর এবং এ দুই শহরের বাইরে অন্যত্র ২ একর জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়তে হবে। ইউজিসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার তথ্য দিলেও অনেকে জমির এই শর্ত পূরণ করেনি। ২০ বছর অতিবাহিত হওয়া আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আরও ৩ বছর সময় চেয়েছে। এআইইউবি কুড়িলের জোয়ার সাহারায় ১০ একর জমি কিনেছে। উত্তরার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বয়স হয়েছে ১৯ বছর। এ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার তথ্য জানায়নি। ১৯ বছর বয়সী দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক স্থায়ী ক্যাম্পাসের নামে দুটি জমি দেখিয়েছে। এর একটি ঢাকার গ্রিন রোডে। অপরটি পূর্বাচলে। গ্রিন রোডে আছে ৯৯ শতাংশ জমি। এখানে স্থায়ী ক্যাম্পাস করার উদ্যোগ নিলেও তারা সরকারি প্রকল্প পূর্বাচলে ২ দশমিক ৬৫ একর জমি নিয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময় চেয়েছে ১ বছর। পিপলস ইউনিভার্সিটির বয়সও ১৯ বছর। নরসিংদীর শিবপুরে ২ একর জমি কেনার কথা বলেছে কর্তৃপক্ষ। তবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কবে যাবে, সে তথ্য দেয়নি। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাড্ডার সাতারকুলে ২ দশমিক শূন্য ৩ একর জমি কিনেছে। ১৫ বছর বয়সী এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময় চেয়েছে দুবছর। ১৪ বছর বয়সী ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সাভারের বিরুলিয়ায় এবং ঢাকার বাড্ডায় ৫ দশমিক ৮৫ একর জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার কথা বলছে। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আশুলিয়ায় ৪ দশমিক ৩ একর জমি কেনার কথা জানিয়েছে। ১৫ বছর বয়সী এ প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আরও ৫ বছর সময় চেয়েছে। ১৪ বছর বয়সী বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি শ্যামলীর আদাবরে প্রায় ১৮৫ শতক জমিতে ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে। তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় জানায়নি। সমান বয়সী লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেটের বিশ্বনাথে ৫ একর জমিতে ক্যাম্পাস করছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় তারাও চায়নি। একই বয়সের প্রতিষ্ঠান সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির বয়স ১৩ বছর হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৩ ভাগে ৫৩ দশমিক ৪৮ একর জমি কেনার তথ্য দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে আশুলিয়া মডেল টাউনে রয়েছে ৮ দশমিক ২৮ একর জমি। প্রতিষ্ঠানটি আংশিক কার্যক্রম শুরু করেছে স্থায়ী ক্যাম্পসে। আরও বেশকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মেয়াদে সময় চেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পূর্ণাঙ্গভাবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে সর্বশেষ ১ বছর সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ আইনের শর্ত পূরণ না করে, তাদের নতুন ভর্তি ও অস্থায়ী অনুমোদন বাতিল করে দেব। দেশে বর্তমানে ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে মালিকানা দ্বন্দ্ব রয়েছে দারুল ইহসান এবং ইবাইস ইউনিভার্সিটির। পুরোপুরি স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেছে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়।